Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কিশোয়ার জাহান

রোলঃ 227021522

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কিশোয়ার জাহান

রোলঃ 227021522

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কিশোয়ার জাহান, আইডিঃ 227021522 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

কিশোয়ার জাহান

আইডিঃ 227021522

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট: 6

মাতা পিতার হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত : 7

ইসলামের আলোকে মাতা পিতার মর্যাদা : 8

আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা /অপরিবর্তনীয় আদেশ: 11

শরীয়াত বিরোধী আদেশ ব্যতীত সবকিছু মানতে হবে: 12

মুশরিক মাতা পিতার প্রতি সদাচরন করা:... 14

মাতা পিতার প্রতি সদাচরন বা সদ্ব্যবহার যে কারণে করবে:......................... 15

পিতা-মাতার পায়ের নীচে জান্নাত :.. 16

জিহাদে গমন নয় মাতা পিতার সেবা করা উত্তম:... 18

মা এর সেবার গুরুত্ব সর্বাধিক যার বিকল্প নেই: 20

পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি :.. 21

মাতা পিতার দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল যোগ্য:... 22

সন্তান হ’ল পিতা-মাতার পবিত্রতম উপার্জন :.. 23

পিতা-মাতার সেবা বিপদমুক্তির অসীলা :... 24

পিতা-মাতার অবাধ্যতা শিরকের পরে মহাপাপ :.. 26

রেহেম রহমান হ’তে নিঃসৃত :.. 27

রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত 30

মাতা পিতার সাথে সদাচরণে জীবিকা ও আয়ু বৃদ্ধি পায়:.............................. 31

সন্তানপ্রতিপালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: 36

পিতা-মাতার দোয়া: 38

খৃস্টান ধর্মাবলম্বী মাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়া:................................. 40

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের কর্তব্য : 41
রাসূল (সা:)এর উপদেশ:.. 45
মাতা পিতার অনুভূতি:.. 47
হতভাগা সন্তান:.. 48
মনে রাখা প্রয়োজন:.. 55
উপসংহার:... 56

ভূমিকা

সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদিত,যার করুনায় সকল ভাল কাজ পূর্ণতা পায়। তাঁরই কাছে আমরা সাহায্য ও হেদায়েত প্রার্থনা করি এবং মন্দ কর্ম ও নফসের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন, তাঁকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই,আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন,তাকে হেদায়েত দেয়ার কেউ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাললাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর উপর এবং তাঁর পরিবারের উপর।

আমি অতি ক্ষুদ্র মানুষ।জ্ঞান -দুনিয়ার দুর্বল ছাত্র মাত্র। মহান আল্লাহ আমার মতো গুনাগার বান্দি কে কবুল করেছেন 'পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য 'এই বিষয়ে উপর গবেষণা করার জন্য। একুশ শতকের তারুণ্য কি এক মরীচিকার পেছনে ছুটছে। এই প্রজন্মের একজন হয়ে খুব করে তাদের মানসপটকে বোঝার চেষ্টা করি। এই প্রজন্মকে যদি সঠিক পরিবহনে তুলে দেয়া যায় ,তাহলে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। আমার এই গবেষণা তাদেরই জন্য। আমার এই গবেষণা পত্র যাঁরা পড়বেন তাদের কাছে বিনীত ভাবে দোয়া চাই যেন মহান আল্লাহ আমার এই ছোট্ট চেষ্টা কবুল করেন।

মা-বাবার প্রতি সদাচার একটি মহান মানবিক হক; যার মতো গম্ভীর ও মর্যাদাপূর্ণ হক আর নেই। এ হক আদায় করে খোঁটা দেওয়া যায় না। এ হক আদায়ে অবহেলা করলে নিন্দা ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি নেই।

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট:

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা অনেকাংশেই ইসলামী নয় ।তাই ইসলামে সন্তানের প্রতি মাতা পিতার কি কি অধিকার আছে এবং মাতা পিতার ব্যাপারে সন্তানের কি কি করণীয় তা আমাদের অনেকেরই অজানা এবং অজ্ঞতা রয়েছে। বরং এ বিষয়ে আমার খুবই অসচেতন ও গাফেল ।অথচ একটি জীবন ,একটি সুখি - সমৃদ্ধিশীল সমাজ গড়ে তোলার জন্য মাতা পিতার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সচেতন থাকা প্রয়োজন ।এই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আশা করছি আমার এই লেখা পড়ে বর্তমান সমাজের সবাই বেশ উপকৃত হবে এবং মাতা পিতার প্রতিটি অধিকারের প্রতি সচেতনতা ও যত্নশীলতা লাভ করবে এবং আমার এই ছোট্ট প্রয়াস টি সফলতা লাভ করবে (ইনশাআললাহ)।

ভালো অবস্থার পর মন্দ অবস্থা, শৃঙ্খলার পর বিশৃঙ্খলা, বজ্র আঁটুনির পর ফসকে যাওয়া এবং নিখুঁত বুননের পর ভেঙ্গে ফেলার চেয়ে জঘন্য কিছু নেই। সদাচারের প্রতিদানে অকৃতজ্ঞতা, ওয়াফাদারির প্রতিদানে গাদ্দারী, দয়া-মায়ার প্রতিদানে রূঢ়তা ও কঠোরতা, সযত্ন প্রতিপালনের প্রতিদানে অবাধ্যতার চেয়ে মারাত্মক ও যন্ত্রণাদায়ক আর কিছু নেই; বরং বলা ভালো, এমন মানুষের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আর কেউ নেই, যার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খোলা হচ্ছে অথচ নিছক হেঁয়ালিপনার কারণে সে তাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করছে। বলা ভালো, সে তার সামনে নাক সিটকে দাঁড়ায় তারপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে একেবারে ফিরে যায়, নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয় ওই স্থানে প্রবেশ করা থেকে, যেখানে লুকিয়ে আছে তার দুনিয়া ও আখেরাতের চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভের গোপন রহস্য।

মাতা পিতার হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত :

এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছেন মাতাপিতা ।হযরত আদম (আ:)ব্যতীত প্রতিটি মানুষের মাতা পিতা রয়েছেন। হযরত ঈসা (আ:)আল্লাহর অশেষ কুদরতে মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মাতা নয় মাস সন্তানকে পেটে ধারন করেন এবং অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে জন্ম দান করেন। সেই সন্তানের অস্তিত্ব, জন্ম ও লালন পালন সব বিষয়ে আল্লাহর পরেই মাতা পিতার অবদান সবচেয়ে বেশি। এ কারনে সন্তানের প্রতি মাতা পিতার অধিকারও অনেক বেশি। তাই মহান আল্লাহ তাআলা মানব জাতির প্রতি তাঁর ইবাদত বন্দেগী করার পরই মাতা পিতার সাথে ভালো ব্যবহার ও তাদের অধিকার আদায়ের প্রতি সমাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

মা-বাবার প্রতি সদাচার জান্নাতের দরজাসমূহের একটি। এ বিধানটি প্রণয়ন করা হয়েছে তাঁদের প্রতি ইহসান করার জন্য। দুনিয়ায় তাদের সুন্দর সঙ্গদানের জন্য, উত্তম সঙ্গী হওয়ার জন্য। তাঁদের তরে ব্যয় করার জন্য। তাঁদের প্রতি বিনয়ের ডানা বিছিয়ে দেওয়ার জন্য।

ইসলামের আলোকে মাতা পিতার মর্যাদা :

ইসলামী শরীআতে পিতা মাতাকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাঁর প্রতি ঈমান আনার পর পরই পিতা -মাতার সাথে সদাচরণ করার আদেশ দিয়েছেন।শরীআতের সীমা লঙ্ঘন না করে তাদের আদেশ নিষেধ পালন করারও নির্দেশ দয়া হয়েছে।

দুনিয়াতে মা-বাবা হলেন সন্তানের জন্য চন্দ্র-সূর্যের মতো। তাঁদের মাধ্যমে সন্তান চলার পথে আলো পায়। নিঃসঙ্গতা দূর করে। সান্ত্বনা লাভ করে। তাঁরা যেন ইউসুফ আ.-এর স্বপ্নের মতো। ইউসুফ আ. তার বাবাকে স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন-

يٰٓاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سٰجِدِيْنَ.

হে বাবা, এগারোটি চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র আমাকে সিজদা করতে দেখেছি। -সূরা ইউসুফ (১২) : ৪

বাবা যেন সূর্য। কারণ বাবা দিনের বেলা সন্তানের জন্য পরিশ্রম করে উপার্জন করেন। মা যেন চন্দ্রের মতো। কারণ মা তার জন্য স্নেহ ও দয়ার্দ্রতায় রাত্রি জাগরণ করেন।

দুনিয়াতে যেসব জিনিস মানুষের সৌভাগ্য নিশ্চিত করে তার মধ্যে একটি হল, মা-বাবাকে জীবদ্দশায় পাওয়া। যেন তাঁদের প্রতি সদাচারের ঝরনা থেকে পানি পান করতে পারে। তাঁদের স্নেহ তৃপ্তিভরে পান করতে পারে। তাঁদের সন্তুষ্টির ছায়া লাভ করতে পারে। দুনিয়ার পরিবেশ ও ক্ষয়মান চাকচিক্যে তাঁরা সন্তানের জন্য ঢালস্বরূপ। দুনিয়ার ব্যথা-বেদনা ও ঝামেলার সময় তাঁরা সন্তানের স্নেহপূর্ণ আশ্রয়স্থল।

মা সন্তানের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল ও স্নেহশীল হবার কারণে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে,আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,এক মহিলা আয়েশা (রা:)এর কাছে এলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দেন।সে তার ছেলে দু’টিকে একটি করে খেজুর দেয় এবং নিজের জন্য একটি রেখে দেয়।তারা খেজুর দুটি খেয়ে তাদের মায়ের দিকে তাকাল এবং অবশিষ্ট খেজুরটি পেতে চাইল।মা খেজুরটি দুই টুকরো করে প্রত্যেককে অর্ধেক অর্ধেক করে দিল। নবী (সা:)

ঘরে আসলে আয়েশা (রা:) তাঁকে বিষয়টি অবহিত করেন। তখন তিনি বলেন, এতে তোমার বিস্মিত হওয়ার কি আছে?সে তার ছেলে দু'টির প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার কারণে আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন।

তিন টি কারণে পিতা অপেক্ষা মায়ের মর্যাদা তিন গুণ বেশি। (১) গর্ভধারণ, (২) কষ্টের পর কষ্ট বরন, (৩) দুই বছর যাবৎ বুকের দুধ খাওয়ানো। হাদিসে এসেছে,আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল,হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার কে? তিনি বললেন,"তোমার মা"। লোকটি বলল,অত:পর কে? নবী করিম (সা:) বললেন, তোমার মা, লোক টি বলল,অত:পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা ।সে বলল,অত:পর কে? তিনি বললেন,অত:পর তোমার পিতা।(আহমদ হা/২২৩০১:ছহিহুত তারগীব হা/১১৪)।

আল্লাহ তাআলা আমল কবুল হওয়া এবং গুনাহ মাফের কারণগুলোর মধ্যে একটি কারণ বানিয়েছেন মা-বাবার প্রতি সদাচারকে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন-

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَ حَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلٰى وَالِدَیَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ وَ اِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اُولٰٓىِٕكَ الَّذِیْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّاٰتِهِمْ فِیْۤ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِیْ كَانُوْا یُوْعَدُوْنَ

" আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার হুকুম দিয়েছি। তার মা তাকে অতি কষ্টে (গর্ভে) ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তাকে (গর্ভে) ধারণ ও দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ হয় ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন তাঁর পূর্ণ সক্ষমতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফীক দান করুন, যেন আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নিআমত দিয়েছেন তার শোকর আদায় করতে পারি এবং এমন সৎকর্ম করতে পারি, যাতে আপনি খুশি হন এবং আমার জন্য আমার সন্তানদেরকেও (সেই) যোগ্যতা দান করুন। আমি আপনার কাছে তওবা করছি এবং আমি আনুগত্য প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এরাই তারা, আমি যাদের উৎকৃষ্ট কাজসমূহ কবুল করব এবং তাদের মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করব। (ফলে) তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে,

তাদেরকে যে সত্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত তার বদৌলতে। "-সূরা আহকাফ (৪৬) : ১৫-১৬

আল্লাহ তায়ালা সূরা বনী ইসরাইল এ বলেছেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا

'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহলে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলো'। 'আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন'। 'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালভাবেই জানেন। যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল' (সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৩-২৫)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্বীয় ইবাদতের সাথে পিতা-মাতার সেবাকে একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর মাধ্যমে এটিকে তাওহীদ বিশ্বাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বুঝানো হয়েছে। এর কারণ সৃষ্টিকর্তা হিসাবে যেমন আল্লাহর কোন শরীক নেই, জন্মদাতা হিসাবে তেমনি পিতা-মাতারও কোন শরীক নেই। আল্লাহর ইবাদত যেমন বান্দার উপর অপরিহার্য, পিতা-মাতার সেবাও তেমনি সন্তানের উপর অপরিহার্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ 'অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই' (লোকমান ৩১/১৪)। এখানেও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে সমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা /অপরিবর্তনীয় আদেশ:

উপরোক্ত আয়াতে وَقَضَى رَبُّكَ 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন'। এই আদেশ অর্থ 'চূড়ান্ত ফায়সালা'। কেননা আল্লাহর ইবাদতের ফায়সালা যেমন চূড়ান্ত, পিতা-মাতার সেবা করার ফায়সালাও তেমনি চূড়ান্ত। এই সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন বা নড়চড় নেই। যেমন অন্যত্র এসেছে,قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ 'তোমরা যে বিষয়ে জানতে আগ্রহী, তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে' (সূরা: ইউসুফ ১২/৪১)।

শরীয়াত বিরোধী আদেশ ব্যতীত সবকিছু মানতে হবে:

আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ‘আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলবে’ (সূরা: লোকমান ৩১/১৫)। এখানে শিরক বলতে আল্লাহর সত্তার সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করা। একইভাবে আল্লাহর বিধানের সঙ্গে অন্যের বিধানকে শরীক করা বুঝায়। ধর্মের নামে ও রাষ্ট্রের নামে মানুষের মনগড়া সব বিধান এর মধ্যে শামিল। অতএব, পিতা-মাতা যদি সন্তানকে পবিত্র কোরআন ও সহিহ হাদিসের বাইরে অন্য কিছু করতে চাপ দেন, তবে সেটি মানতে সন্তান বাধ্য নয়। কিন্তু অন্য সব বিষয়ে সদাচরণ করবে।

মুছ‘আব বিন সা‘দ তার পিতা সা‘দ বিন খাওলা হ’তে বর্ণনা করেন যে, আমার মা একদিন আমাকে কসম দিয়ে বলেন, আল্লাহ কি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেননি? فَوَاللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَاماً وَلاَ أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ‘অতএব, আল্লাহর কসম! আমি কিছুই খাবো না ও পান করবো না, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করব অথবা তুমি মুহাম্মাদের সঙ্গে কুফরী করবে’ (আহমাদ হা/১৬১৪)। ফলে যখন তারা তাকে খাওয়াতেন, তখন গালের মধ্যে লাঠি ভরে ফাঁক করে তরল খাদ্য দিতেন। এভাবে তিন দিন পর যখন মায়ের মৃত্যুর উপক্রম হলো, তখন সূরা আনকাবূত ৮ আয়াত নাজিল হলো, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ- ‘আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা পিতা-মাতার সঙ্গে (কথায় ও কাজে) উত্তম ব্যবহার করে। তবে যদি তারা তোমাকে এমন কিছুর সঙ্গে শরীক করার জন্য চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তুমি তাদের কথা মান্য করো না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আমি তোমাদের জানিয়ে দেব যেসব কাজ তোমরা করতে।’ (সূরা: আনকাবূত ২৯/৮)।
(মুসলিম হা/১৭৪৮; আহমাদ হা/১৫৬৭, ১৬১৪; তিরমিযী হা/৩১৮৯; মিশকাত হা/৩০৭১ (কেবল ‘অসিয়ত’ অংশটুকু) ‘অসিয়ত সমূহ’ অনুচ্ছেদ)।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মা বললেন, তুমি অবশ্যই তোমার দ্বীন ছাড়বে। নইলে আমি খাব না ও পান করব না, এভাবেই মরে যাব। তখন তোমাকে লোকেরা তিরষ্কার করে বলবে, يَا قَاتِلَ أُمِّهِ 'হে মায়ের হত্যাকারী'! আমি বললাম, يَا أُمَّاهُ !لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسٍ، فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا مَا تَرَكْتُ دِينِي هَذَا فَإِنْ شِئْتِ فَكُلِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي 'হে মা! যদি তোমার একশ'টি জীবন হয়, আর এক একটি করে এভাবে বের হয়, তবুও আমি আমার এই দ্বীন ছাড়ব না। এখন তুমি চাইলে খাও, চাইলে না খাও! অতঃপর আমার এই দৃঢ় অবস্থান দেখে তিনি খেলেন। তখন অত্র আয়াত নাজিল হলো। সা'দ (রা.) বলেন, আমার কারণে এভাবে মোট ৪টি আয়াত নাজিল হয়েছে।

(কুরতুবী হা/৪৮৪৯, ৪৮৫০; তিরমিযী হা/৩১৮৯, হাদিছ সহিহ; ওয়াহেদী হা/৬৭০ সনদ হাসান, মুহাক্কিক কুরতুবী।) বস্তুত: এমন ঘটনা সব যুগে ঘটতে পারে। তখন মুমিনকে অবশ্যই দুনিয়ার বদলে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মুশরিক মাতা পিতার প্রতি সদাচরন করা:

(ক) আসমা বিনতে আবুবকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মুশরিক মা আমার কাছে এসেছে। আমি কি তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সদ্ব্যবহার কর’। (বুখারী হা/৩১৮৩; মুসলিম হা/১০০৩; মিশকাত হা/৪৯১৩)। ইবনু হাজার (রহ.) বলেন, ঘটনাটি ছিল হোদায়বিয়া সন্ধি থেকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কার। যখন তিনি তার মুশরিক স্বামী হারেছ বিন মুদরিক আল-মাখযূমীর সঙ্গে ছিলেন (ফাতহুল বারী)।

(খ) আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমার মা ছিলেন মুশরিক। একদিন আমি তার নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি আমাকে রাসূল (সা.) সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেন, যা আমার নিকট খুবই অপসন্দনীয় ছিল। তখন আমি রাসূল (সা.) এর নিকট গিয়ে কাঁদতে লাগলাম এবং তার হেদায়াতের জন্য দোয়া করতে বললাম। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন। এরপর আমি বাড়িতে ফিরে এসে দরজা নাড়লে ভেতর থেকে মা বলেন, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। তারপর তিনি গোসল সেরে পোষাক পরে দরজা খুলে দেন এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে তার ইসলাম ঘোষণা করেন। (মুসলিম হা/২৪৯১; মিশকাত হা/৫৮৯৫)

মাতা পিতার প্রতি সদাচরন বা সদ্ব্যবহার যে কারণে করবে:

মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা নফল নামাজ,সদকা,সাওম, হজ্ব , ওমরা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়েও উত্তম।আল্লাহ বলেন,وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ- '(আল্লাহ বলেন,) আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। অতএব, তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তনস্থল আমার কাছেই' (সূরা: লোকমান ৩১/১৪)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا- 'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদয় আচরণ করার জন্য। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সঙ্গে এবং প্রসব করেছে কষ্টের সঙ্গে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ পান ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস' (সূরা: আহক্বাফ ৪৬/১৫)। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাস (কুরতুবী)। কেননা বাচ্চাকে দু'বছর যাবৎ বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে মায়েদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ- 'জন্মদানকারিনী মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধপানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়' (সূরা: বাকারাহ ২/২৩৩)।

মানুষ তার পিতা-মাতার মাধ্যমেই দুনিয়াতে এসেছে। অতএব তারাই সর্বাধিক সদাচরণ পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ বলেন,

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا- إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا-

'নিশ্চয়ই মানুষের উপর যুগের এমন একটি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না'। 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি (পিতা-মাতার) মিশ্রিত শুক্রবিন্দু হ'তে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর আমি তাকে করেছি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন' (দাহর ৭৬/)

পিতা-মাতার পায়ের নীচে জান্নাত :

জাহেমাহ আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর নিকটে এলাম জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করার জন্য। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন,الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا ‘তুমি তাদের নিকটে থাক। কেননা জান্নাত রয়েছে তাদের পায়ের নীচে’।অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাহেমাহ আস-সুলামী রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দু’বার এসে বলেন, আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। জবাবে রাসূল (সা:) বলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (সা:) বললেন, ارْجِعْ فَبَرَّهَا ‘ফিরে যাও। তার সাথে সদাচরণ কর’। অবশেষে তৃতীয় বার সম্মুখ থেকে এসে একই আবেদন করেন। তখন রাসূল (সা:) তাকে জিজ্ঞেস করেন তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (সা:) বললেন,وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ ‘তোমার ধ্বংস হৌক! তার পায়ের কাছে থাক। সেখানেই জান্নাত’ *(ইবনু মাজাহ হা/২৭৮১-২)*!

অন্তরের গভীরে মা-বাবার প্রতি সদাচার জায়গা করে নিলে তা সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত হয়। সে দুর্গ রক্ষা করে অহংকার, কঠোরতা, অবাধ্যতা ও খারাপ কাজ থেকে। মা-বাবার প্রতি সদাচার এমন একটি শক্তিশালী গুণ, যা সব ধরনের খারাপ ও নিকৃষ্ট স্বভাব থেকে রক্ষা করে। মা-বাবার প্রতি সদাচারী কাউকে মন্দ স্বভাবের দেখা যায় না। আবার মন্দ স্বভাবের কাউকে মা-বাবার প্রতি সদাচারী হতে দেখা যায় না। খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. ইবনে মেহরানকে খুব সুন্দর বলেছেন, ‘মা-বাবার অবাধ্য কারও সঙ্গী হয়ো না। সে তোমাকে গ্রহণ করবে না। কারণ সে ইতিমধ্যেই মা-বাবার অবাধ্য হয়েছে।’

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, আল্লাহ তাআলা অহংকার ও মা-বাবার প্রতি সদাচারের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

যেমন তিনি ইয়াহইয়া (আ.)সম্পর্কে বলেছেন

وَّ بَرًّۢا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.

সে (ইয়াহইয়া আ.) নিজ পিতা-মাতার খেদমতগার। সে অহংকারী ও অবাধ্য ছিল না।– সূরা মারইয়াম (১৯) : ১৪

যেমন আল্লাহ তাআলা ঈসা আ.-এর ব্যাপারে বলেছেন,

وَّ بَرًّۢا بِوَالِدَتِیْ وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا.

এবং আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত বানিয়েছেন। আমাকে উদ্ধত ও রূঢ় বানাননি।-সূরা মারইয়াম (১৯) : ৩২

জিহাদে গমন নয় মাতা পিতার সেবা করা উত্তম:

আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা:)-এর দরবারে এসে বলল, আমি আপনার নিকটে হিজরত ও জিহাদের উপরে বায়‘আত করতে চাই। যার দ্বারা আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে বললেন, তোমার পিতা-মাতার কেউ জীবিত আছেন কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ। বরং দু’জনেই বেঁচে আছেন। আমি তাদের উভয়কে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। রাসূল (সা:) বললেন, এরপরেও তুমি আল্লাহর নিকট পুরস্কার আশা কর? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন,فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ‘তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও ও সর্বোত্তম সাহচর্য দান কর এবং তাদের কাছেই জিহাদ কর’ *(মুসলিম হা/২৫৪৯ (৫-৬)*। তিনি আরও বলেন,فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ ‘তুমি তাদেরকে হাসাও, যেমন তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছ। অতঃপর তিনি তার বায়‘আত নিতে অস্বীকার করলেন’। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা কখনো কখনো জিহাদের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে সন্তানের উপর জিহাদে যাওয়া হারাম হবে, যদি তাদের মুসলিম পিতা-মাতা উভয়ে কিংবা কোন একজন জিহাদে যেতে নিষেধ করেন। কেননা তাদের সেবা করা সন্তানের জন্য ‘ফরযে আইন’। পক্ষান্তরে জিহাদ করা তার জন্য ‘ফরযে কিফায়াহ’। যা সে না করলেও অন্য কেউ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের হুকুমে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট কোন আমল সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সেবা করা। বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা’।অন্য বর্ণনায় এসেছে, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা করার স্থান জিহাদে গমন করার উপরে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (সা:) বলেন, তার নাক ধূলি ধূসরিত হৌক (৩ বার)। বলা হ’ল, তিনি কে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না’।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিন বার আমীন বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রাঈল (আ:)আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হ'ল না। পরে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'। ২য় সিঁড়িতে উঠলে জিব্রাঈল (আ:)বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। অতঃপর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলো না। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'। অতঃপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার কথা বর্ণনা করা হ'ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করলো না। অতঃপর মারা গেল ও জাহান্নামে প্রবেশ করলো। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'।

মা এর সেবার গুরুত্ব সর্বাধিক যার বিকল্প নেই:

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সেবা পাওয়ার সর্বাধিক হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। অতঃপর তোমার রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়গণ যে যত নিকটবর্তী'।

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, তুমি তোমার মায়ের সেবা কর। فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا 'কেননা জান্নাত তার দু'পায়ের নীচে' (নাসাঈ হা/৩১০৪)।

পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি :

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন,رِضَى الرَّبِّ فِى رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার ক্রোধে আল্লাহর ক্রোধ'। আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি শামে তার নিকটে এসে বলল, আমার মা, অন্য বর্ণনায় আমার পিতা বা মাতা (রাবীর সন্দেহ) আমাকে বারবার তাকীদ দিয়ে বিয়ে করালেন। এখন তিনি আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি তোমার স্ত্রীকে ছাড়তেও বলব না, রাখতেও বলব না। আমি কেবল অতটুকু বলব, যতটুকু আমি রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন,الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبوابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ إِنْ شِئْتَ أَوْ ضَيِّعْ 'পিতা হ'লেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি চাইলে তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার'।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা তাকে অপছন্দ করতেন। তিনি তাকে তালাক দিতে বলেন। আমি তাতে অস্বীকার করি। তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা:)-কে বলা হ'লে তিনি বলেন, أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا، فَطَلَّقْتُهَا 'তুমি তোমার পিতার আনুগত্য কর এবং তাকে তালাক দাও। অতঃপর আমি তাকে তালাক দিলাম'।ঈমানদার ও দূরদর্শী পিতার আদেশ মান্য করা ঈমানদার সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পুত্র ও তার স্ত্রী উভয়ে ধার্মিক ও আনুগত্যশীল হ'লে ফাসেক পিতা-মাতার নির্দেশ এক্ষেত্রে মানা যাবে না। একইভাবে সন্তান ছহীহ হাদিছপন্থী হ'লে বিদ'আতী পিতা-মাতার ধর্মীয় নির্দেশও মানা চলবে না। কারণ সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদিছের বিধান অগ্রাধিকার পাবে।

মাতা পিতার দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল যোগ্য:

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ‘তিনটি দো‘আ কবুল হয়। যাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই। পিতার দো‘আ, মুসাফিরের দো‘আ ও মযলূমের দো‘আ’ (আবুদাঊদ হা/১৫৩৬)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَدَعْوَةُ الْوَالِدَيْنِ ‘পিতা-মাতার দো‘আ’ (আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩২)। আরেক বর্ণনায় এসেছে, وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ ‘পিতার বদদো‘আ তার সন্তানের বিরুদ্ধে’ (তিরমিযী হা/১৯০৫)। এক কথায় সন্তানের জন্য বা সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা-মাতার যেকোন দো‘আ বা বদদো‘আ নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে যায়। অতএব এ ব্যাপারে পিতা-মাতা ও সন্তানদের সর্বদা সাবধান থাকতে হবে। যেন সন্তানের কোন আচরণে পিতা-মাতার অন্তর থেকে ‘উহ্’ শব্দ বেরিয়ে না আসে। অথবা সন্তানের প্রতি রুষ্ট হয়ে পিতা-মাতা যেন মনে বা মুখে কোন বদদো‘আ না করে বসেন। যেকোন অবস্থায় উভয়কে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সর্বদা উভয়ে উভয়ের প্রতি সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল থাকতে হবে। প্রত্যেকে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করতে হবে। নইলে যেকোন সময় কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থেকে যাবে।

সন্তান হ’ল পিতা-মাতার পবিত্রতম উপার্জন :

‘আমর বিন শু‘আইব তার পিতা হ’তে, তিনি তার দাদা ‘আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা:)-এর নিকটে এসে বলল, আমার সম্পদ আছে। আর আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তখন রাসূল (সা:) বললেন, أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، كُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ ‘তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর’। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত অন্য হাদিসে রাসূল (সা:) বলেন, إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ- ‘নিশ্চয়ই সবচেয়ে পবিত্র খাদ্য হ’ল যা তোমরা নিজেরা উপার্জন কর। আর তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জনের অংশ’ (তিরমিযী হা/১৩৫৮)। উক্ত বিষয়ে জাবের ও আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর প্রমুখ সাহাবী থেকেও ছহীহ হাদিস সমূহ রয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, অনেক সাহাবী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদ থেকে যতটুকু ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। তবে কেউ কেউ বলেন, কেবল প্রয়োজন অনুপাতে নিতে পারেন’ (তিরমিযী হা/১৩৫৮-এর ব্যাখ্যা)।

নেককার সন্তানের সকল নেক আমলের ছওয়াব তার পিতা-মাতা পাবেন। যদি তারা কাফের-মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করেন। পক্ষান্তরে তাদের পাপের অংশ পিতা-মাতা না পেলেও দুনিয়াতে তারা সন্তানের কারণে বদনামগ্রস্থ হবেন। যেভাবে নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য পুত্র জগদ্বাসীর নিকটে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং ছেলেকে বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করে নবী নূহ (আঃ) আল্লাহর নিকট ধমক খেয়েছিলেন (হূদ ১১/৪৫-৪৬)। অতএব সন্তানদের অবশ্যই পিতা-মাতা ও বংশের সম্মান ও সুনামের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

পিতা-মাতার সেবা বিপদমুক্তির অসীলা :

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, পূর্ব কালে তিন জন ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে তারা মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে পতিত হয়। তখন তিন জনে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ গুহা মুখে একটি বড় পাথর ধসে পড়ে। তাতে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তিন জনে সাধ্যমত চেষ্টা করেও তা সরাতে ব্যর্থ হয়। তখন তারা পরস্পরে বলতে থাকে যে, এই বিপদ থেকে রক্ষার কেউ নেই আল্লাহ ব্যতীত। অতএব তোমরা আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে জীবনে কোন সৎকর্ম করে থাকলে সেটি সঠিকভাবে বল এবং তার দোহাই দিয়ে আললাহর নিকট প্রার্থনা কর। আশা করি তিনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

তখন একজন বলল, আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট কয়েকটি শিশু সন্তান ছিল। যাদেরকে আমি প্রতিপালন করতাম। আমি প্রতিদিন মেষপাল চরিয়ে যখন ফিরে আসতাম, তখন সন্তানদের পূর্বে পিতা-মাতাকে দুধ পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে রাত হয়ে যায়। অতঃপর আমি দুগ্ধ দোহন করি। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে যান। তখন আমি তাদের মাথার নিকট দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, যতক্ষণ না তারা জেগে ওঠেন। এ সময় ক্ষুধায় আমার বাচ্চারা আমার পায়ের নিকট কেঁদে গড়াগড়ি যায়। কিন্তু আমি পিতা-মাতার পূর্বে তাদেরকে পান করাতে চাইনি। এভাবে ফজর হয়ে যায়। অতঃপর তারা ঘুম থেকে উঠেন ও দুধ পান করেন। তারপরে আমি বাচ্চাদের পান করাই। اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ 'হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

দ্বিতীয় জন বলল, হে আল্লাহ! আমার একটা চাচাতো বোন ছিল। যাকে আমি সবচেয়ে ভালবাসতাম। এক সময় তাকে আমি আহবান করলে সে একশ' দীনার নিয়ে আসতে বলল। আমি বহু কষ্টে একশ' দীনার জমা করলাম। অতঃপর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। কিন্তু যখন আমি তার প্রতি উদ্যত হ'লাম, তখন সে বলল, يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ 'হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর। আমার সতীত্ব বিনষ্ট করো না'। তৎক্ষণাৎ আমি সেখান থেকে উঠে এলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার

সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল।

তৃতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! আমি জনৈক ব্যক্তিকে এক পাত্র চাউলের বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করি। কাজ শেষে আমি তাকে প্রাপ্য দিয়ে দেই। কিন্তু সে কোন কারণবশত তা ছেড়ে চলে যায়। তখন আমি তার প্রাপ্যের বিনিময়ে গরু ও রাখাল পালন করতে থাকলাম। অতঃপর একদিন লোকটি আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার উপর যুলুম করো না। আমার পাওনাটা দিয়ে দাও'। তখন আমি বললাম, এই গরু ও রাখাল সবই তুমি নিয়ে যাও। লোকটি বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করো না'। আমি বললাম, আমি ঠাট্টা করছি না। ঐ গরু ও রাখাল সবই তুমি নিয়ে যাও। অতঃপর লোকটি সব নিয়ে গেল'। হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথরের বাকীটুকু সরে গেল এবং আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দান করলেন'।

এগুলি হ'ল বৈধ অসীলা সমূহের অন্যতম। যাতে কোন রিয়া ও শ্রুতি ছিল না। কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কাম্য ছিল। সেজন্য আল্লাহ উপরোক্ত সৎকর্ম সমূহের অসীলায় তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

পিতা-মাতার অবাধ্যতা শিরকের পরে মহাপাপ :

আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (সা:) এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ কোনটি সে বিষয়ে খবর দিব না? আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এসময় তিনি ঠেস দিয়ে ছিলেন। অতঃপর উঠে বসে বললেন, সাবধান! মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্য। কথাটি তিনি বলতেই থাকলেন। আমরা ভাবছিলাম, তিনি আর থামবেন না' ।অত্র হাদিসে বুঝা যায় যে, শিরকের পরেই মহাপাপ হ'ল পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এরপরে মহাপাপ হ'ল মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

রেহেম রহমান হ'তে নিঃসৃত :

আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (সা:) বলেন,
قَالَ اللهُ :أَنَا اللهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ-

'আল্লাহ বলেছেন, আমি আল্লাহ, আমি রহমান। আমিই রেহেম সৃষ্টি করেছি। আমি 'রেহেম' শব্দটিকে আমার 'রহমান' নাম থেকে নিঃসৃত করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় রাখবে, আমি তার সাথে যুক্ত থাকব। আর যে ব্যক্তি সেটা ছিন্ন করবে, আমি তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিব'।

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (সা:) বলেন, إِنَّ الرَّحِمَ سُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ 'রেহেম শব্দটি রহমান থেকে নিঃসৃত।

আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (সা:) বলেন, الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ 'রেহেম আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত। সে বলে, যে আমাকে নিজের সাথে যুক্ত রাখবে, আল্লাহ তাকে যুক্ত রাখবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।

জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (সা:) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ 'রেহেমের সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ 'খোটা দানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য ও মদ্যপায়ী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِى يُقِرُّ فِى أَهْلِهِ الْخَبَثَ- 'তিন জন ব্যক্তির উপরে আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন। মদ্যপায়ী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ূছ। যে তার পরিবারে অশ্লীলতা স্থায়ী রাখে'।

'দাইয়ূছ' অর্থ যে ব্যক্তি তার পরিবারে ব্যভিচার, ব্যভিচার উদ্রেককারী পরিবেশ, মদ্যপান ও বিভিন্ন ধরনের অনৈসলামী আচরণ জিইয়ে রাখে এবং তা দূরীকরণে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেয় না (মিরক্বাত)।

আবু বাকরাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (সা:) বলেন, বিদ্রোহ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা কোন পাপই এত জঘন্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত এ দুনিয়াতেই শাস্তি দেন এবং আখেরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা রাখেন’।অর্থাৎ অন্যান্য পাপের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতে নাও দিতে পারেন অথবা বিলম্বিত করতে পারেন। কিন্তু বর্ণিত দুই পাপের শাস্তি দুনিয়াতেই আল্লাহ কিছু না কিছু দিয়ে থাকেন। আর আখেরাতে তো থাকবেই। যদি না সে তওবা করে।

পিতা-মাতা হ’লেন রেহেমের সম্পর্কের মূল সূত্র। অতএব পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার হ’ল সর্বাগ্রে। অতঃপর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ এই হাদীছের মধ্যে শামিল। কেননা আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ‘তিনিই মানুষকে পানি হ’তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন’ (ফুরক্বান ২৫/৫৪)। বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে পরাজিত গোত্র নেতার কন্যা জুওয়াইরিয়াকে বিবাহ করার সূত্রে ঐ গোত্রের বন্দী একশ’ পরিবার মুক্তি পায় এবং তারা মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর রাসূল (সা:)-এর শ্বশুর গোত্র (أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ) হিসাবে তারা সম্মানিত হয় ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে।রাসূলুল্লাহ (সা:) স্বীয় পরলোকগত স্ত্রী খাদীজার বান্ধবীদের কাছে হাদিয়া পাঠাতেন।

তিনি সর্বদা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার জন্য তাকীদ দিতেন। এমনকি ঐতিহাসিক ছাফা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কুরায়েশদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সময়েও তিনি বলেছিলেন, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّى وَاللهِ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِلاَّ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا- ‘হে কুরায়েশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! কেননা আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখি না। তবে তোমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব’।

মক্কায় যখন খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তারা মৃত ভক্ষণ ও হাড়-হাড্ডি খেতে শুরু করে, তখন শত্রুনেতা আবু সুফিয়ান এসে রাসূল (সা:)-কে বলেন, يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ ‘হে মুহাম্মাদ! তুমি আগমন করেছ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার আদেশ দানের জন্য। এদিকে তোমার কওম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অতএব তুমি আল্লাহর নিকট দো‘আ কর’। তখন রাসূল (ছাঃ) পাঠ করলেন, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ‘অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের, যেদিন

আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে’ (দুখান ৪৪/১০)। এর দ্বারা বিরোধী পক্ষকে ক্বিয়ামত প্রাক্কালের অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর রাসূল (সা:) দো‘আ করলেন এবং মুষলধারে বৃষ্টি নেমে আসে। যা সাত দিন স্থায়ী হয়। তখন তারা এসে অতিবৃষ্টির অভিযোগ করে। ফলে রাসূল (সা:) দো‘আ করেন, اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ‘হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নাও। আমাদের উপর দিয়ো না’। এরপর তারা পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায়। ফলে তাদের নেতারা বদরের যুদ্ধে ধ্বংস হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى، يَوْمَ بَدْرٍ ‘যেদিন আমরা সর্বোচ্চ গ্রেফতারে পাকড়াও করব, সেদিন আমরা চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেব’ (দুখান ৪৪/১৬), যেটা ঘটে যায় বদরের দিন’ (বুখারী হা/১০২০)। মদীনাতেও একই অভিযোগ এলে রাসূল (সা:) একই দো‘আ করেন (বুখারী হা/১০২১)। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সকল যুগেই এটা হ’তে পারে। এছাড়াও ক্বিয়ামতের দিন হবে চূড়ান্ত প্রতিশোধ।

৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাসে কুরায়েশদের সাথে যুদ্ধাবস্থা চলাকালে ইয়ামামা থেকে মক্কাবাসীদের জন্য শস্য আগমন বন্ধ হয়ে গেলে মক্কাবাসীগণ বাধ্য হয়ে রাসূল (সা:)-এর নিকটে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে পত্র লেখে। তখন তাঁর নির্দেশে সেখানে পুনরায় শস্য রফতানী শুরু হয়’। এসব ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। যার মূলে হ’ল পিতা-মাতার রক্ত সম্পর্ক।

রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একবার জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে, যারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি এবং তাদের দুর্ব্যবহারে ধৈর্য্য ধারণ করি। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যা বলছ, সেরূপ হ'লে তুমি তাদের মুখের উপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। যতক্ষণ তুমি এই নীতির উপর থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহর পক্ষ হ'তে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবেন। যিনি তাদের ক্ষতি হ'তে তোমাকে রক্ষা করবেন'। অকৃতজ্ঞতার পরিণাম হ'ল আগুনের শাস্তি। 'মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ' বলার মাধ্যমে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল (সা:) বলেন, ঐ ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে কেবল আত্মীয়তার বিপরীতে আত্মীয়তা করে। বরং সেই ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী, যে ব্যক্তি ছিন্ন হবার পরে তা পুনঃস্থাপন করে'। কেননা সেটাই হবে প্রকৃত আত্মীয়তা। বাকীটা হবে স্রেফ লৌকিকতা। আত্মীয়তা সর্বদা আত্মার সাথে সম্পর্কিত। যেখানে আত্মার সংযোগ নেই, সেখানে আল্লাহর রহমত নেই। আর আত্মীয়তার মূলে হ'লেন পিতা-মাতা। তাই তাঁদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় রাখাই হ'ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে ত্রুটি থাকলে বাকী সব সম্পর্কই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে।

মাতা পিতার সাথে সদাচরণে জীবিকা ও আয়ু বৃদ্ধি পায়:

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (সা:) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের জীবিকায় প্রশস্ততা ও আয়ু বৃদ্ধি কামনা করে, সে যেন তার আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করে'।যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার সাথে সদাচার করে আল্লাহ তার আয়ু বৃদ্ধি করেন।

মুআয (রহঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করলো তার জন্য শুভ সংবাদ। আল্লাহ তার আয়ুস্কাল বৃদ্ধি করেন (হাকিম, তাবারানী, মুসনাদ আবু ইয়ালা)।সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِى الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ 'তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না দো'আ ব্যতীত এবং বয়স বৃদ্ধি হয় না সৎকর্ম ব্যতীত'।অর্থাৎ যে সব বিষয় আল্লাহ দো'আ ব্যতীত পরিবর্তন করেন না, সেগুলি দো'আর ফলে পরিবর্তিত হয়। আর 'সৎকর্মে বয়স বৃদ্ধি পায়' অর্থ ঐ ব্যক্তির আয়ুতে বরকত বৃদ্ধি পায়। যাতে নির্ধারিত আয়ু সীমার মধ্যে সে বেশী বেশী সৎকাজ করার তাওফীক লাভ করে এবং তা তার আখেরাতে সুফল বয়ে আনে(মিরক্বাত, মির'আত)। কেননা মানুষের রূযী ও আয়ু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যাতে কোন কমবেশী হয় না।আর এটা বাস্তব সত্য যে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষ খুব সহজে সৎকর্ম করার সুযোগ পায়। তাছাড়া পরস্পরের মর্যাদা রক্ষায় ও বিপদাপদ হ'তে নিরাপদ থাকায় তারা একে অপরের সহযোগী হয়।

পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের কোন সৎকর্ম কবুল হয় না :

আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ: عَاقٌّ وَمَنَّانٌ وَمُكَذِّبٌ بِقَدْرٍ- 'তিনজন ব্যক্তির কোন দান বা সৎকর্ম আল্লাহ কবুল করেন না : পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, খোটা দানকারী এবং তাক্বদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি'।

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নবীগণের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে:

আল্লাহ তাআলা বলেন,হে ইয়াহিয়া! দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ করো। আমি তাকে শৈশবেই বিচার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে দারিদ্র্যতা ও পবিত্রতা দান করেছি।সে ছিল পরহেযগার।মাতা পিতার অনুগত এবং সে উদ্ধত নাফরমান ছিল না।(সূরা মারইয়াম:১২-১৪)

ঈসা (আ)বলেন, তিনি (আল্লাহ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন,যতদিন জীবিত থাকি ততদিন নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায় করতে এবং জননীর অনুগত থাকতে।(সূরা মারইয়াম:৩১-৩২)

মাতা -পিতার প্রতি শ্রদ্ধাভরে তাকানো কবুল হজ্বের সমান:

হাদিসে আছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, কোন নেককার সন্তান যখন স্বীয় মাতা - পিতার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকায় তখন আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার আমলনামায় একটি মকবুল হজ্ব লিপিবদ্ধ করে দেন।সাহাবীগণ আরয করলেন, যদি সে দৈনিক একশত বার এভাবে তাকায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ,(প্রত্যেক দৃষ্টি বিনিময়ে সে এই সাওয়াব পেতে থাকবে) আল্লাহ অতি মহান,অতি পবিত্র তাঁর ভান্ডারে কোন অভাব নেই।(মিশকাতুল মাসাবীহ,আদব,অনু: সৎকার ও সদ্ব্যবহার,পৃ:৪২১, বায়হাকি বরাত)।

মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যাবহারের প্রতিদানে জান্নাত:

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, “আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম , অতঃপর সেখানে কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম,এই ব্যক্তি (তেলাওয়াতকারী) কে? ফেরেশতাগণ বললেন,হারিসা ইবনে নু’মান (রা:) ।(রাসূলুল্লাহ (সা:) সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন), পূণ্যের প্রতিদান এরূপই। পূণ্যের প্রতিদান এরূপই।সে ছিল তার মায়ের সাথে সর্বাপেক্ষা সদাচরণকারী। (ইমাম আবু আব্দুল্লাহ,হাকীম নিশাপুরী,আল মুস্তাদরাক,দারুল কিতাবিন আরবি,৪খ,পৃ:১৫১)

ইয়ামেনে উওয়াইস করনী নামে একজন মুসলমান বাস করতেন। মায়ের খেদমতে মশগুল থাকায় তিনি রাসূলুল্লাহ (সা:)এর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন নি। একারণে তিনি সাহাবীর মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু মায়ের খেদমতের বদৌলতে আল্লাহর দরবারে তার মর্যাদা ছিল অনেক উর্ধ্বে। তিনি ছিলেন মুসতাজাবুদ দাওয়াত অর্থাৎ তাঁর দু’আ কবুল করা হতো। রাসূলুল্লাহ (সা:) উমার (রা:) এর উদ্দেশ্যে বললেন, সম্ভব হলে তাঁকে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করবে।উমার (রা:) এর যুগে ইয়ামেনের একটি সাহায্যকারী দলের সাথে তিনি খলিফার দরবারে লোআসেন। উমার (রা:) তাঁর নিকট দু’আ চাইলে তিনি তাঁর জন্য দু’আ করেন।(এ বর্ণনা তিন টি হাদিসের সার সংক্ষেপ। সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলিসি সাহাবা। হাদিস নং ২২৩,২২৪,২২৫) ।

আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল:

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার চাইতে অধিক প্রিয় আর কোন আমল হতে পারে তা আমার জানা নেই।(আদাবুল মুফরাদ,পৃ:৭)

সন্তানের প্রতি মাতা পিতার প্রত্যাশা:

প্রত্যেক মাতা পিতাই সন্তানের আনুগত্য কামনা করেন।তারা চান, সন্তান যেন তাদেরকে সম্মান করে, তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে। এই চাওয়াটা খুব ই স্বাভাবিক।এ জন্য মাতা পিতাকেও সন্তানকে সেই ভাবে গড়ে তুলবার প্রয়াস করতে হবে। সেজন্য তাদেরকে ভাবতে হবে সন্তানের অভিভাবক হিসেবে সন্তানের অধিকার তারা কতটুকু আদায় করেছেন। সন্তানের যাবতীয় অধিকার যথাযথ ভাবে আদায় না করে সন্তানের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না।

সন্তান মাতা পিতার জন্য সদকায়ে জারিয়া:

মাতা পিতা হলেন সন্তানের প্রথম অভিভাবক, প্রথম শিক্ষক। পরিবার হলো তার প্রথম বিদ্যালয়।এ বিদ্যালয় থেকে যদি সে ভালো কিছু শিক্ষা গ্রহন করে তাহলে তার ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বল এবং সুন্দর।তাই এ ক্ষেত্রে মাতা পিতাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।মাতা পিতার অবহেলায় অধিকাংশ সন্তান অকালে ঝরে পরে। অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায় তাদের জীবনবৃক্ষ। সঠিক দেখভালের অভাবে শিশুরা একাকীত্ব অনুভব করে।তাই শিশু বয়সেই তাদের চিন্তা ভাবনা এবং মন -মানসিকতা খারাপ দিকে মোড় নিতে থাকে।এক সময় ভবিষ্যতের আলোর বাতি নিভে যায়।

সন্তানের সুন্দর জীবন গঠনে তাই মাতা - পিতার সচেতনতা ও আন্তরিকতার বিকল্প নেই।আমরা যদি আমাদের সন্তানদের উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারি,নেক সন্তান বানাতে পারি তাহলে সেই সন্তান আমাদের জন্য সদকায়ে জারিয়া হবে,যা আমাদের মৃত্যুর পরও কাজে আসবে।

সন্তান সঠিক পদ্ধতিতে লালন - পালনের গুরুত্ব:

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ বিধান। ইসলামে সন্তান লালন পালনে অত্যাধিক গুরুত্ব রয়েছে। সন্তানকে সুস্থ রুচি সম্পন্ন এমন একজন মুসলিম মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।যার মাঝে দুনিয়া আখেরাতের প্রয়োজনীয় সব গুনাবলী পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান থাকবে।

বস্তুত সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বটা হলো, একজন কৃষকের ক্ষেত পরিচর্যা করার ন্যায়,যে তার ফসলকে সুন্দর ভাবে উৎপন্ন করার জন্য ক্ষেত থেকে সবধরনের আগাছা উৎপাটন করে।

সন্তানদেরকে আদর্শবান ও সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো প্রত্যেক সচেতন পিতা-মাতার দায়িত্ব। কারণ সন্তান যদি কুসন্তান হয় তাহলে এর বোঝা দুনিয়া এবং আখেরাতে পিতা-মাতাকেই বহন রতে হবে।

সন্তান প্রতিপালনের ফযিলত সম্পর্কে বহু সংখ্যক কুরআনের আয়াত এবং হাদিস বর্ণিত হয়েছে।যেমন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,"হে মুমিনগণ ! তোমরা নিজেদের কে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।যাতে নিয়োজিত আছে কঠোর - কঠিন ফেরেশতাগণ,যারা অমান্য করে না আল্লাহ আদেশ করেন তা এবং তাদের কে যা আদেশ করা হয় তাই করে।(তাহরীর:৬)

এই আয়াতে আল্লাহ জানাচ্ছেন,হে বান্দা! কেবল এতটুকুতেই সব শেষ হয়ে যায় না যে, শুধু নিজেকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে ক্ষান্ত হয়ে যাবে। বরং নিজ পরিবার পরিজনকেও জাহান্নাম থেকে বাচানো জরুরি।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হযরত কাতাদাহ (র:)বলেন, তোমার স্বজন পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার অর্থ হলো, তুমি তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ করবে। আবার আল্লাহর নাফরমানি থেকেও তাদেরকে বারন করবে।

হযরত ইবনে উমার (র:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (স:)কে বলতে শুনেছি, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।শাসক একজন অভিভাবক সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

অনুরূপভাবে স্ত্রী তার স্বামীর বাড়িতে একজন অভিভাবক সেও তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে এবং খাদেম তার মুনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে ও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

নবী (স:) বলেন,"আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে কোন কিছু সংরক্ষণ করার দায়িত্ব দিলে সে যদি পরিপূর্ণ ভাবে তার কল্যাণ কামনা না করে, তাহলে পরকালে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

হযরত উমার (রা:) বলেন, তুমি তোমার সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দাও, কারণ তুমি অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে যে, তুমি তাকে কি পরিমাণ শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছো এবং তাকে কি শিখিয়েছ? আর তোমার সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে,সে তোমার সাথে সদ্বাচার করেছে কিনা এবং তোমার আনুগত্য করেছে কিনা।

রাসূলুল্লাহ (স:)এটাও ইরশাদ করেন যে, সন্তানকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেয়া সব ধরনের দান থেকে উত্তম।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (স:) বলেছেন,কারো যদি তিনটি মেয়ে থাকে আর সে তাদের কে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেয়, তাদের ভরণ পোষণ করে এবং তাদের সাথে কোমল আচরণ করে তাহলে তো তার জান্নাত আবশ্যক হয়ে যায়।

একজন সফল অভিভাবকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী:

একজন সফল অভিভাবক বা সফল মাতা পিতা হবার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় গুণাবলী রয়েছে, অভিভাবকের মাঝে এই গুণগুলোর পরিমাণ যত বাড়বে আল্লাহর তৌফিকে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তার সফলতা তত বাড়তে থাকবে। একটি শিশুর আশেপাশে যারাই থাকুক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিশুর বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে তাদেরও প্রভাব থাকে।

একজন সফল অভিভাবক হওয়ার জন্য বহু গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। তন্মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো, - জ্ঞান, বিশ্বস্ততা, শক্তি,ইনসাফ, সন্তানের প্রতি আগ্রহ, দৃঢ়তা,সততা ও প্রজ্ঞা।

সন্তানপ্রতিপালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

সন্তানের ইসলামী প্রতিপালনের যত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে তার মধ্যে শিশুর মনে সহীহ আকিদা বদ্ধমূল করা এবং জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আল্লাহর দাসত্বের বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য আছে সবই তার শাখাপ্রশাখা।

একজন অভিভাবক যদি তার অভিভাবকত্বে সফলতা অর্জন করতে চান , তাহলে অবশ্যই তাকে চেষ্টা করতে হবে তার সন্তান কে শৈশব থেকেই দৈনিক ও আত্মিক ইবাদত এবং উত্তম চরিত্রের উপর গড়ে তোলা, শৈশবের প্রথম স্তরেই শিশুর মাঝে উত্তম স্বভাব গুলো গেঁথে দিতে হবে।

ইসলামী শরীয়তের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তার সার্বজনীনতা।যার ফলে দেখা যায় ইসলাম একটি শিশুর জন্যও এমন কিছু বিধান রেখেছে,যা তার
জীবন ও ধন সম্পদের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয় । শিশুর পূর্ণ যত্ন ও তার জীবনের সুরক্ষার জন্য ইসলামী শরীয়ত বেশ কিছু বিধান প্রণয়ন করেছে।যেমন -

১) গর্ভবতী স্তন্যদানকারিনী মা যদি নিজের ব্যাপারে বা সন্তানের ব্যাপারে কোন ক্ষতির আশংকা করে , তাহলে তার জন্য রোজা না রাখার বৈধতা।

২) গর্ভবতী মহিলা যদি কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে, তাহলে তার উপর এই শাস্তি প্রয়োগ করা হবে সে সন্তান প্রসব করার পর এবং দুধ পান করিয়ে তাকে দুধ ছাড়ানোর পর ।

৩) গর্ভস্থ সন্তান যতক্ষণ মায়ের পেটে থাকবে ততক্ষণ তার রক্ষণাবেক্ষণ করা। জন্মের পর শিশুর যথাযথ দেখভাল , যাবতীয় কার্যাবলি এবং দুগ্ধ পান করানো।

মা তার সন্তানকে দুধ পান করানোর ব্যাপারে হযরত আমর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে চমৎকার একটি কথা বলেছেন,"তুমি তোমার সন্তানকে দুধ পান করানোটা যেন নিছকই জীব জন্তু তাদের বাচ্চাকে দুধ পান করানোর মত না হয়,যে তার বাচ্চাকে দুধ পান করায় নিজের গর্ভের সন্তানের প্রতি মমতার কারণে।

বরং তুমি তোমার সন্তানকে দুধ পান করাও আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াবের আশায় এবং এই নিয়তে যে, আমার দুধ পান করানোর দ্বারা আল্লাহর এমন একটি মাখলুক জীবন ধারণ করবে,যে বড় হয়ে আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করে তাঁর ইবাদত করবে।

কেউ যেন নিজ পিতা-মাতাকে গালি না দেয়:

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কবীরা গুনাহসমূহের একটি হলো নিজ পিতা-মাতাকে গালি দেয়া। সাহাবীগণ বলেন, কেউ কি নিজ পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে! তিনি বলেনঃ সে অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দিবে, প্রতিশোধ স্বরূপ ঐ ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দিবে (বুখারী, মুসলিম, দারিমী, তিরমিযী)।

মায়ের সাথে সন্তানের আচরণের একটি চিত্র:

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, কিছু দিন আবু হুরায়রা (রা)এর মা এক বাড়িতে এবং আবু হুরায়রা (রা) অল্প দূরে ভিন্ন এক বাড়িতে বসবাস করতেন।আবু হুরায়রা (রা) যখনই বাইরে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন মায়ের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলতেন,ইয়া আম্মাজান!আস -সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। তাঁর মা ভেতর থেকে বলতেন, প্রিয় পুত্র! ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলতেন, আম্মাজান, শৈশব কালে যেভাবে আপনি স্নেহ ও মায়া - মমতা সহকারে আমাকে লালন - পালন করেছিলেন তেমনি ভাবে যেন আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রতি রহম করেন। জবাবে তিনি বলতেন, প্রিয় পুত্র!এ বৃদ্ধ বয়সে তুমি আমার সাথে যেমন সুন্দর ও সদাচরণ করছো, তেমনি আল্লাহও যেন তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন।(ইমাম সুয়ূতী,আজ -দুররুল মানুসর,৫খ,পৃ,২৬০:আরাবুল মুফরাদ,পৃ:১০)

পিতা-মাতার দোয়া:

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ ঈসা ইবনে মরিয়ম (আবু দাউদ) এবং জুরাইজ সংশ্লিষ্ট শিশু ব্যতীত আর কোন মানব-সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র দোলনায় কথা বলেনি। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জুরাইজ কে? তিনি বলেনঃ জুরাইজ ছিলেন একজন উপাসনালয়বাসী সংসারত্যাগী দরবেশ। তার উপাসনালয়ের প্রান্তেই এক রাখাল বাস করতো। গ্রাম্য এক নারী সেই রাখালের কাছে যাতায়াত করতো।

একদিন জুরাইজের মা তার নিকট এসে বলেন, হে জুরাইজ! তিনি তখন নামাযরত ছিলেন। তিনি নামাযরত অবস্থায় মনে মনে বলেন, আমার মা এবং আমার নামায। তিনি তার নামাযকে অগ্রাধিকার দিলেন। দ্বিতীয়বার তার মা জোরে ডাক দিলে তিনি মনে মনে বলেন, আমার মা ও আমার নামায। তিনি মায়ের উপর নামাযকে অগ্রাধিকার দিলেন। তৃতীয়বার চীৎকার দিয়ে তার মা তাকে ডাকলে তিনি বলেন, আমার মা ও আমার নামায। তিনি নামাযকে অগ্রাধিকার দেয়াই সমীচীন ভাবলেন।

জুরাইজ তার ডাকে সাড়া না দিলে তিনি তাকে অভিশাপ দিলেন, "তোকে পতিতা নারীদের মুখ না দেখিয়ে যেন আল্লাহ তোর মৃত্যু না ঘটান"। অতঃপর তার মা চলে গেলেন। ঘটনাক্রমে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু সন্তানসহ সেই নারীকে রাজ-দরবারে উপস্থিত করা হলো। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, কার ঔরসে এ শিশুর জন্ম? সে বললো, জুরাইজের ঔরসে। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, উপাসনালয়বাসী জুরাইজ? সে বললো, হ্যাঁ। রাজা নির্দেশ দিলেন, উপাসনালয়টি ভেঙ্গে দাও এবং তাকে আমার নিকট হাযির করো। তারা কুঠারাঘাতে তার উপাসনালয়টি ভূপাতিত করলো এবং তার দুই হাত রশি দিয়ে তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে তাকে নিয়ে রাজ-দরবারে চললো। পথে পতিতা নারীরা সামনে পড়লো, তিনি তাদের দেখে মৃদু হাসলেন। তারাও তাকে লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখলো।

রাজা তাকে বলেন, সে কি ধারণা করে? জুরাইজ বলেন, সে কী ধারণা করে? রাজা বলেন, তার দাবি এই যে, এ শিশু আপনার ঔরসজাত। জুরাইজ পতিতাকে বলেন, সত্যিই কি তোমার এই ধারণা? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন, কোথায় সেই শিশু? তারা বললো, ঐ যে তার মায়ের কোলে। তিনি তার সামনে গেলেন এবং বললেন, কে তোমার পিতা? শিশুটি বললো, গরুর রাখাল।

এবার রাজা বলেন, আমরা কি আপনার খানকাহ সোনা দ্বারা নির্মাণ করে দিবো? তিনি বলেন, না। রাজা পুনর্বার বলেন, তবে রূপা দ্বারা? তিনি বলেন, না। রাজা বলেন, তবে আমরা সেটিকে কি করবো? তিনি বলেন, তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তবে আপনার মৃদু হাসির কারণ কি? তিনি বলেন, মৃদু হাসির পেছনে একটা ঘটনা আছে যা আমার জানা ছিল। আমার মায়ের অভিশাপই আমাকে স্পর্শ করেছে। অতঃপর তিনি সকল ঘটনা তাদেরকে অবহিত করেন (বুখারী, মুসলিম)।

খৃস্টান ধর্মাবলম্বী মাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়া:

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার পরিচিত যে কোন ইহুদী বা খৃস্টান আমাকে ভালোবাসে। আমি চাইতাম যে, আমার মা ইসলাম গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি তাতে রাজী হতেন না। আমি তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলাম কিন্তু তিনি তাতে রাজী হননি। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনি তার জন্য দোয়া করুন। তিনি দোয়া করলেন। আমি তার নিকট গিয়ে দেখি, তিনি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে আছেন। তিনি বলেন, হে আবু হুরায়রা! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তা অবগত করে বললাম, আমার জন্য এবং আমার মায়ের জন্য দোয়া করুন। তিনি বলেনঃ “হে আল্লাহ! তোমার বান্দা আবু হুরায়রা এবং তার মা, তাদের উভয়কে জনপ্রিয় করো” (মুসলিম, আবু দাউদ)।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের কর্তব্য :

প্রথম করণীয় হ’ল, তাঁদের ঋণ পরিশোধ করা ও অছিয়ত পূর্ণ করা। অতঃপর মীরাছ বণ্টন করা (নিসা ৪/১১)। অতঃপর পিতা-মাতার জন্য দো‘আ করা, ছাদাক্বা করা এবং ইল্ম বিতরণ করা। আরেকটি হ’ল তাদের পক্ষ হ’তে হজ্জ করা।. তবে এজন্য উত্তরাধিকারীকে প্রথমে নিজের ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতে সৎকর্মশীল বান্দার মর্যাদার স্তর উঁচু করবেন। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে এটা আমার জন্য হ’ল? তিনি বলবেন, بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ‘তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে’।এজন্য সন্তানকে সর্বদা দো‘আ করতে হবে,رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً- (রবিবরহাম্হুমা কামা রববাইয়া-নী ছগীরা) ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন’ (ইসরা ১৭/২৪)।

(رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ- রববানাগফিরলী ওয়ালিওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিলমু’মিনীনা ইয়াউমা ইয়াক্বূমুল হিসা-ব‘ (হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব দন্ডায়মান হবে ’(ইবরাহীম ১৪/৪১)।

ছাদাক্বার মধ্যে ঐ ছাদাক্বা উত্তম, যা ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ, যা সর্বদা জারি থাকে ও স্থায়ী নেকী দান করে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হ’ল ইল্ম বিতরণ করা। যে ইল্ম মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর পথ দেখায় এবং শিরক ও বিদ‘আত হ’তে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্যে উচ্চতর ইসলামী গবেষণা খাতে সহযোগিতা প্রদান করা, সেজন্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনা করা। বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি।

অতঃপরমসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ ও পরিচালনা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদী জমিকে আবাদ করা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি।

জানা আবশ্যক যে, ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ দু'ভাবে হতে পারে। (১) মৃত ব্যক্তি স্বীয় জীবদ্দশায় এটা করে যাবেন। এটি নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম। কারণ মানুষ সেটাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে (নাজম ৫৩/৩৯)। (২) মৃত্যুর পরে তার জন্য তার উত্তরাধিকারীগণ বা অন্যেরা যেটা করেন। সাইয়িদ রশীদ রিযা বলেন, দো'আ, ছাদাক্বা (ও হজ্জ)-এর নেকী মৃত ব্যক্তি পাবেন, এ বিষয়ে বিদ্বানগণ সকলে একমত। কেননা উক্ত বিষয়ে শরী'আতে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

আরেকটি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক যে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহর ধরন পরিবর্তন হয়ে থাকে। অতএব যেখানে বা যাকে এটা দেওয়া হবে, তার গুরুত্ব ও স্থায়ী কল্যাণ বুঝে এটা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে সদা সতর্ক থাকতে হবে, যেন উক্ত ছাদাক্বা ধর্মের নামে কোন শিরক ও বিদ'আতের পুষ্টি সাধনে ব্যয়িত না হয়। যা স্থায়ী নেকীর বদলে স্থায়ী গোনাহের কারণ হবে। ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে তার আয় ও ব্যয় দু'টিরই হিসাব দিতে হবে।অতএব ছাদাক্বা দানকারীগণ সাবধান!

পিতা-মাতা না থাকলে খালা-ফুফুর সঙ্গে সদ্ব্যবহার :

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বড় পাপ করেছি। আমার কি কোন তওবা আছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার কি খালা আছে? সে বলল, আছে। তিনি বললেন, তাহ'লে তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর'। বারা বিন আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন,اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ। 'খালা হ'লেন মায়ের স্থলাভিষিক্ত'। একইভাবে চাচা ও মামু সমান মর্যাদার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় চাচা আবু ত্বালিবের নিকটে লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং হিজরতের পর মদীনায় স্বীয় দাদার মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

অত্র হাদীছে 'বড় পাপ' বলতে ব্যক্তির নিকটে বড় পাপ হিসাবে গণ্য হয়েছিল। যদিও সেটি ছোট পাপ ছিল। অথবা সেটি আসলেই বড় পাপ ছিল। কিন্তু সে খালেছ তওবা করেছিল। আর খালেছ তওবাকারী ব্যক্তির পাপ আল্লাহপাক ক্ষমা করেন ও তা পুণ্যে পরিবর্তন করে দেন (ফুরক্বান ২৫/৭০)। জানা আবশ্যক যে, ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা কবীরা গোনাহে পরিণত হয় এবং কবীরা গোনাহ তওবা করলে

মাফ হয়ে যায়। আর তওবা ব্যতীত কবীরা গোনাহের কোন ক্ষমা হয় না (নাজম ৫৩/৩২; তাহরীম ৬৬/৮)।

খালা মায়ের দিক দিয়ে এবং ফুফু পিতার দিক দিয়ে সন্তানের সর্বাধিক নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের পরেই বলেছেন, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ 'অতঃপর যে তোমার সর্বাধিক নিকটবর্তী তার সাথে সদ্ব্যবহার কর' (বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৯১১)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাফা পাহাড়ে উঠে যেদিন কুরায়েশগণকে তাওহীদের আহবান জানান, সেদিন নিজ কন্যা ফাতেমার পরেই يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ 'হে আল্লাহর রাসূলের ফুফু ছাফিয়া' বলে তাঁকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার আহবান জানিয়েছিলেন।এতে বুঝা যায় যে, খালা ও ফুফু একই মর্যাদার অধিকারী।

পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা :

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ- 'সবচেয়ে বড় সদ্ব্যবহার হ'ল পিতার অবর্তমানে তার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা'। এতে বুঝা যায় যে, পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী সন্তান পিতার বন্ধুর কাছেও সদ্ব্যবহার পেয়ে থাকে। আর পিতার বন্ধুও তাকে নিজ সন্তানের মত স্নেহ করে থাকেন। এভাবেই সে সমাজে সম্মানিত হয়।

পিতা হ'লেন পরিবারের আমীর :

ইসলামী সমাজ হ'ল নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সমাজ। যা আল্লাহর বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আতে ইমামের আনুগত্যের মাধ্যমে যার দৈনন্দিন প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। এর দ্বারা মুসলমানদের জামা'আতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। পরিবার হ'ল সমাজের প্রাথমিক সংস্থা। যা পিতা-মাতা ও সন্তানাদি নিয়ে গঠিত। এই সংস্থা বা সংগঠন পরিচালিত হয় মূলতঃ পিতার মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' (নিসা ৪/৩৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ 'পুরুষ হ'ল তার পরিবারের দায়িত্বশীল'।

অতএব পিতা হ'লেন তার পরিবারের আমীর। তার প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। শিরক বা শরী'আত বিরোধী আদেশ ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ

করতে হবে। তার আদেশই সর্বদা শিরোধার্য হবে এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা আল্লাহর ক্রোধের কারণ হবে।

পিতা হবেন পরিবার প্রধান এবং মা হবেন গৃহকর্ত্রী। প্রয়োজন মত পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের পরামর্শ নিয়ে তারা পরিবার পরিচালনা করবেন। কেননা আল্লাহ বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ‘জরুরী বিষয়ে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর’ (আলে ইমরান ৩/১৫৯)।

রাসূল (সা:)এর উপদেশ:

রাসূল (সা:) সাহাবাগণের অবস্থা বিবেচনা করে নানা সময় নানান বিষয়ে উপদেশ দিতেন। কখনো শিরকের বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেন, কখনো নানা প্রকার অপরাধের পথ থেকে বিরত রাখার জন্য নানা প্রকার উপদেশ নসীহত দিতেন। তবে তিনি অধিক হারে উপদেশ দিয়েছেন মাতা পিতার আনুগত্য করার ও হক আদায় করার জন্য।যেমন হাদিসে এসেছে,আবুদদারদা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা:) আমাকে নয়টি ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন,(১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা অগ্নিদগ্ধ করা হয়।

(২)ইচ্ছাকৃত ভাবে ফরজ সালাত ত্যাগ করো না,যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরজ সালাত ত্যাগ করবে তার সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নাই।

(৩) মদ্যপান করো না, কেননা তা সকল অনাচারের চাবি (মূল)।

(৪) তোমার পিতা - মাতার আনুগত্য করবে,তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে।

(৫) শাসকদের সাথে বিবাদে জড়াবে না, যদিও দেখ যে তুমিই(হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত তবুও)।

(৬) যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করো না, যদিও তুমি ধ্বংস হোক এবং তোমার সাথীরা পলায়ন করে।

(৭) তোমার সামর্থ্য অনুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় করো।

(৮) তোমার পরিবারের উপর থেকে লাঠি তুলে রাখবে না(অর্থাৎ শাসনের মধ্যে রাখবে) এবং

(৯) তাদের মধ্যে মহামহিম আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখবে।(আল - আদাবুল মুফরাদ হা/১৮; মুজামুল কাবীর হ/১৫৬;আওসাত্ব হা/৭৯৫৬,সনদ সহীহ।)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, তোমার পিতা - মাতার আনুগত্য করবে, যদিও তারা তোমাকে তোমার সম্পদ থেকেও কেবল তোমার জন্য নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে।(মুজামুল আওসাত্ব হা/৭৯৫৬; মুজামুল কাবীর হা/১৫৬;ছহীহ আত - তারগীব হা/৫৬৯।)

হযরত আবু উমামাহ (রা:) থেকে বর্ণিত আছে,এক ব্যক্তি নবী করীম (স:)এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন - সন্তানের উপর পিতা - মাতার কি হক? নবী (সা:) বললেন,”পিতা

মাতা তোমার জান্নাত বা জাহান্নাম। অর্থাৎ তাদের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও জাহান্নাম নিহিত।”(ইবনে মাজাহ,৩৬৬২)।

মাতা পিতার অনুভূতি:

সন্তানের সুখী জীবনের গল্পই বলে দেয় মা-বাবার সাদা চুল ও বলিরেখা। সন্তানের সৌভাগ্যের জন্য তাঁরা কষ্ট করেন। সন্তানের আরামের জন্য তাঁরা পরিশ্রম করেন। সন্তানের ঘুমের জন্য তাঁরা জেগে থাকেন। সন্তানের নিরাপদ জীবনের জন্য তাঁরা বিপদের মুখোমুখি হন। সন্তান ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তাদের বাহু কেঁপে ওঠে। বহু কষ্টে অশ্রু আটকে রাখেন। ঘরে না ফেরা পর্যন্ত নিরাপদ বোধ করেন না।

সন্তানের হাসির জন্য মা-বাবা কাঁদেন। সন্তানকে খুশি করতে তাঁরা পেরেশান হন। সন্তানের সৌভাগ্যের জন্য তাঁরা কষ্টের মুখোমুখি হন। সন্তানকে আহার করানোর জন্য তাঁরা ক্ষুধার্ত থাকেন। সন্তানকে পান করানোর জন্য তাঁরা তৃষ্ণার্ত থাকেন। তাঁরা মোমবাতির মতো নিজেকে গলিয়ে সন্তানকে আলোকিত করেন। এ তো মায়ের মন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-وَ اَصۡبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوۡسٰی فٰرِغًا.

মূসার মায়ের অন্তর অস্থির হয়ে উঠল। -সূরা কাসাস (২৮) : ১০

এ তো বাবার চোখ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَابۡيَضَّتۡ عَيۡنٰهُ مِنَ الۡحُزۡنِ فَهُوَ كَظِيۡمٌ.

দুঃখে তার চোখ সাদা হয়ে গেল। অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। -সূরা ইউসুফ (১২) : ৮৪

এ হল প্রচণ্ড অনুভূতি ও স্পন্দিত আবেগ; সন্তানের জন্য মায়ের অন্তর অস্থির হয়ে ওঠা এবং বাবার চোখ সাদা হয়ে যাওয়া।

হতভাগা সন্তান:

হতভাগা সে সন্তান, যার বাবা-মা কিংবা সে দুনিয়া ছেড়েছে মা-বাবা অসন্তুষ্ট অবস্থায়। কতই না বিভ্রান্ত সে, কতই না ক্ষতিগ্রস্ত। সে যোজন যোজন দূরে থাক আল্লাহর রহমত থেকে। কারণ আল্লাহ তাআলা মা-বাবার প্রতি সদাচারের কথা এনেছেন তাঁর ইবাদতের সঙ্গে।

মা - বাবার মতো কেউ সন্তানকে ভলোবাসে না। তাঁরা নিজ জীবন থেকে জীবন নিয়ে সন্তানকে দান করেন। সন্তান যা চায় তা হয়তো তাঁরা সব সন্তানকে দিতে পারেন না। কিন্তু তাঁদের যা আছে তাঁর সবই সন্তানকে দিয়ে দেন।

যারা মা-বাবার অবাধ্যতার নিকৃষ্ট ও জঘন্য নজির স্থাপন করেছে। মা-বাবাকে ত্যাগ করার মাধ্যমে অথবা তাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশের মাধ্যমে, কিংবা বন্ধু-বান্ধব ও স্ত্রীকে তাঁদের উপর প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে। মা-বাবাকে ছেড়ে গেলে, তাঁদেরকে বোঝা মনে করলে কী-ইবা বলার আছে। যার পরিণামে তাঁদেরকে হাসপাতাল ও বৃদ্ধাশ্রমে ফেলে আসে। কখনো কখনো আদালত ও পুলিশ মা-বাবার প্রতি বেদনাদায়ক অবহেলা নিয়ে শোরগোল করে। আল্লাহ সবাইকে এ থেকে রক্ষা করুন।

মা-বাবার অবাধ্য সন্তানরা জানে না, এ অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হচছে ।

মা-বাবার প্রতি অবাধ্যরা একটু ভেবে দেখুক, কর্ম যেমন হয় ফলও তেমন হয়। মানুষ যে আচরণ করে প্রতিদানে সে তেমন আচরণই পায়। সদাচারের প্রতিদান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ পেয়ে যায়। অবাধ্যতাও ওরকমই। কিতাবুল বির ওয়াস সিলাতে কোনো কোনো আহলে ইলম যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা নিয়ে পূর্ণ চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। একটি ঘটনা হল, এক আলেম বলেছেন, আমি মহল্লায় হাঁটছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে এক বৃদ্ধের দেখা পেলাম। তার ঘাড়ে একটি রশি। সে একটি পানির বালতি টানছে। দুপুর বেলা। উটও তা বহন করতে পারবে না। তখন প্রচণ্ড গরম। তার পেছনে এক যুবক। হাতে চামড়া পেঁচানো চাবুক। সে বৃদ্ধকে চাবুক মারছে। চাবুকের আঘাতে বৃদ্ধের পিঠ ফেটে গেছে। আমি বললাম, তোমার কি আল্লাহর ভয় নেই! এমন দুর্বল বৃদ্ধকে এভাবে মারছ? এ বোঝা কি তার জন্য যথেষ্ট নয় যে আবার তাকে মারতে হচ্ছে?

সে বলল, এ হল আমার বাবা।

আমি বললাম, আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করুন।

সে বলল, চুপ কর। সেও তার বাবার সঙ্গে এমন করত। তার বাবাও তার দাদার সঙ্গে এমন করত। -আলমাহাসিন ওয়াল মাসাবি, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আলবাইহাকী, পৃষ্ঠা ২৩৫

আমি বললাম, এ তো মানুষের মধ্যে চরম পর্যায়ের অবাধ্য।

কতই না হতভাগা সে, যে তার মা-বাবার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। কতই না হীন সে। মা-বাবার অসন্তুষ্টি নিয়ে সে কী করে সুখে থাকে। মা-বাবার পেরেশান অবস্থায় সে কী করে হাসে। মা-বাবা তার কারণে ক্ষুধার্ত থাকা অবস্থায় সে কীভাবে পেট ভরে আহার করে। সন্তান ও পরিবারকে মা-বাবার উপর কীভাবে প্রাধান্য দেয়। এমনটা সে কীভাবে করে, অথচ মা-বাবা নিজ হাতে তার ময়লা পরিষ্কার করেছেন, খাওয়া-দাওয়ায় নিজেদের উপর তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, নিজেদের কোল তার জন্য দোলনা বানিয়েছেন। তাকে কোনো সমস্যা বা কষ্ট স্পর্শ করলে তাঁরা এতটা দুঃখিত হয়ে ওঠেন যে, দুর্বল হয়ে পড়েন। সন্তানের জন্য জীবন অথবা মৃত্যুর কোনো একটা বেছে নিতে বললে তারা অতি অবশ্যই মৃত্যুকেই বেছে নেন।

মা সর্বদা মা-ই থাকেন। বাবা সর্বদা বাবা-ই থাকেন; সন্তান যতই উচ্চবাচ্য করুক, যতই ঝগড়া-বিবাদ করুক, যতই গুরুতর অবাধ্য হোক। পুরোনো হওয়ার দ্বারা মা-বাবার অধিকার শেষ হয়ে যায় না। মা-বাবার অবাধ্যতা সমুদ্রের পানি দিয়ে ধৌত করলেও যায় না। তাওবার পর মা-বাবার অবাধ্যতার কাফফারা একটিই, তা হল, সদাচার, সদাচার এবং সদাচার। এছাড়া ভিন্ন কিছু নেই।

মা-বাবার অবাধ্য সন্তানেরা দ্রুত, খুব দ্রুত আন্তরিক তওবা করতে হবে, সত্যিকার সদাচার করতে হবে, মা-বাবার মৃত্যুর মাধ্যমে সময় ফুরোনোর আগেই। মৃত্যুর পর এসব সন্তানের ফেলা চোখের অশ্রু তাঁরা দেখবেন না। তাঁদের মৃত দেহ চুম্বন করা, জড়িয়ে ধরা, তাঁদের বিদায়ে তোমাদের দীর্ঘশ্বাসের কিছুই তাঁরা তখন অনুভব করতে পারবেন না। তাঁরা জীবদ্দশায় না দেখলে এসবের কোনোই মূল্য নেই।

আল্লাহর শপথ! মা-বাবাকে পেয়ে তাঁদের সেবার মাধ্যমে তোমরা জান্নাতে যেতে না পারলে তোমাদের জন্য বড়ই দুর্ভাগ্য।

কতই না সৌভাগ্যবান সে সন্তান, যার বাবা-মা কিংবা সে দুনিয়া ছেড়েছে মা-বাবা সন্তুষ্ট অবস্থায়। কতই না ভাগ্যবান, কতই না নির্মল তার জীবন। ইয়াস ইবনে মুআবিয়ার মা ইন্তেকাল করলে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। কেউ কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খোলা ছিল। মায়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটি দরজা বন্ধ হয়ে গেল। -তাহযীবুল কামাল ৩/৪৩৬

আল্লাহ তাআলা মা-বাবার প্রতি সদাচারের কথা এনেছেন তাঁর ইবাদতের সঙ্গে। তিনি বলেছেন-

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.

এবং আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর। -সূরা নিসা (৪) : ৩৬

তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার কথা এনেছেন তাঁর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। তিনি বলেছেন-

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَ لِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ.

তুমি শোকর আদায় কর আমার এবং তোমার পিতা-মাতার। আমারই কাছে (তোমাদেরকে) ফিরে আসতে হবে। -সূরা লুকমান (৩১) : ১৪

অন্তরের গভীরে মা-বাবার প্রতি সদাচার জায়গা করে নিলে তা সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত হয়। সে দুর্গ রক্ষা করে অহংকার, কঠোরতা, অবাধ্যতা ও খারাপ কাজ থেকে। মা-বাবার প্রতি সদাচার এমন একটি শক্তিশালী গুণ, যা সব ধরনের খারাপ ও নিকৃষ্ট স্বভাব থেকে রক্ষা করে। মা-বাবার প্রতি সদাচারী কাউকে মন্দ স্বভাবের দেখা যায় না। আবার মন্দ স্বভাবের কাউকে মা-বাবার প্রতি সদাচারী হতে দেখা যায় না। খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. ইবনে মেহরানকে খুব সুন্দর বলেছেন, ‘মা-বাবার

অবাধ্য কারও সঙ্গী হয়ো না। সে তোমাকে গ্রহণ করবে না। কারণ সে ইতিমধ্যেই মা-বাবার অবাধ্য হয়েছে।’

মা-বাবার প্রতি সদাচার সন্তানের কাঁধে আমানত, যতদিন মা-বাবা জীবিত আছেন। সদাচার পুরোনো হয় না। এর পুরোনো হওয়া উচিতও না। বরং দিন ও বছরের ব্যবধানে এর সৌন্দর্য, দৃঢ়তা ও নতুনত্ব বৃদ্ধিই পায়। মা-বাবার প্রতি সদাচার সবসময় নবীন ও সজীব হতে হবে। মা-বাবা প্রবীণ হয়ে গেলেও সদাচার প্রবীণ হতে পারে না। মা-বাবা যেন সন্তানের কাছে বোঝা না হয় যে, মা-বাবাকে সন্তানরা নিজেদের মাঝে ঠেকায় পড়ে ভাগাভাগি করে নেবে; দায় থেকে বের হওয়ার জন্য, সমালোচনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। আসলে মা-বাবার প্রতি সদাচার দ্বীনও-দাইনও; অর্থাৎ ধর্মও আবার ঋণও। এটা দ্বীনী ও অপার্থিব প্রতিযোগিতা। সদাচারী সন্তান এতে স্বাদ অনুভব করে। এটা যেন তাকে জান্নাতের কোনো এক দরজায় নিয়ে যায়। এমনিভাবে এটা পার্থিব ঋণও, তথা মা-বাবার কৃত অনুগ্রহ, যা তার জিম্মায় রয়ে গেছে; সে তা পরিশোধ করে। এ ঋণ যতই পরিশোধের চেষ্টা করা হোক না কেন, তা শোধ হবার নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. ইয়েমেনের এক লোককে দেখলেন, মাকে কাঁধে বহন করতে। মাকে কাঁধে নিয়ে তাওয়াফ করতে করতে বলছিল-

إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّلْ

إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرْ

الله رَبِّي ذُوالْجَلَالِ الأَكْبَر

حَمَلْتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا حَمَلَتْنِي

فَهَلْ تُرَى جَازَيْتُهَا يَا ابْنَ عُمَرْ؟

আমি মাকে বহন করা অনুগত উট।

তাঁর উট আতঙ্কিত হলেও আমি আতঙ্কিত হই না।

আল্লাহ আমার রব, মহা পরাক্রমের অধিকারী।

মা আমাকে যতদিন গর্ভে ধারণ করেছেন তার চেয়েও বেশি আমি তাঁকে বহন করেছি।

হে ইবনে উমর, তোমার কী মনে হয়, আমি তাঁর প্রতিদান দিতে পেরেছি?

তিনি বললেন, না, জন্মের সময় তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও দিতে পারনি। -আলআদাবুল মুফরাদ, পৃষ্ঠা ১৮

আমাদের পূর্বসূরিগণ মা-বাবার প্রতি সদাচারের অনন্য উপমা পেশ করেছেন। মা-বাবার অনুগ্রহের সামনে নিজেদের সদাচারকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। মদীনায় হাজারো খেজুর গাছ ছিল। উসামা ইবনে যায়েদ রা. নির্দিষ্ট একটি খেজুর গাছের মজ্জা কেটে আনলেন। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার মা এটা আমার কাছে চেয়েছেন। আমার সাধ্যের মধ্যে মা যা চান আমি করে দিই। -মাকারিমুল আখলাক, পৃষ্ঠা ৫৫

সাঈদ ইবনে সুফিয়ান সাউরী রাহ. বলেন, আমি বাবার সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করিনি। আমি নফল নামায পড়া অবস্থায় আমাকে ডাকলে আমি নামায ছেড়ে দিই। -মাকারিমুল আখলাক, ইবনু আবিদ দুনয়া, পৃষ্ঠা ৬৪

উমর ইবনে যার রাহ.-এর ছেলে মারা গেলে কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, সে কেমন সদাচারী ছিল?

তিনি বললেন, দিনের বেলা পথ চললে সে আমার পেছনে থাকত। রাতের বেলা পথ চললে সে সামনে থাকত। আমি নিচে থাকলে কখনো সে ছাদে উঠত না। -আলবির ওয়াসসিলা, ইবনুল জাওযী ১/৮৯

এসব নজীর আমাদের পূর্বসূরিরা স্থাপন করে থাকলেও সময়ের আবর্তনে কিছু উত্তরসূরি আছে, যারা মা-বাবার অবাধ্যতার নিকৃষ্ট ও জঘন্য নজির স্থাপন করেছে। মা-বাবাকে ত্যাগ করার মাধ্যমে অথবা তাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশের মাধ্যমে, কিংবা বন্ধু-বান্ধব ও স্ত্রীকে তাঁদের উপর প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে। মা-বাবাকে ছেড়ে গেলে, তাঁদেরকে বোঝা মনে করলে কী-ইবা বলার আছে। যার পরিণামে তাঁদেরকে হাসপাতাল ও বৃদ্ধাশ্রমে ফেলে আসে। কখনো কখনো আদালত ও পুলিশ মা-বাবার প্রতি বেদনাদায়ক অবহেলা নিয়ে শোরগোল করে। আল্লাহ সবাইকে এ থেকে রক্ষা করুন।

মা-বাবার অবাধ্য সন্তান কি জানে, এ অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে।

কতই না হতভাগা সে, যে তার মা-বাবার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। কতই না হীন সে। মা-বাবার অসন্তুষ্টি নিয়ে সে কী করে সুখে থাকে। মা-বাবার পেরেশান অবস্থায় সে কী করে হাসে। মা-বাবা তার কারণে ক্ষুধার্ত থাকা অবস্থায় সে কীভাবে পেট ভরে আহার করে। সন্তান ও পরিবারকে মা-বাবার উপর কীভাবে প্রাধান্য দেয়। এমনটা সে কীভাবে করে, অথচ মা-বাবা নিজ হাতে তার ময়লা পরিষ্কার করেছেন, খাওয়া-দাওয়ায় নিজেদের উপর তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, নিজেদের কোল তার জন্য দোলনা বানিয়েছেন। তাকে কোনো সমস্যা বা কষ্ট স্পর্শ করলে তাঁরা এতটা দুঃখিত হয়ে ওঠেন যে, দুর্বল হয়ে পড়েন। সন্তানের জন্য জীবন অথবা মৃত্যুর কোনো একটা বেছে নিতে বললে তারা অতি অবশ্যই মৃত্যুকেই বেছে নেন।

মা সর্বদা মা-ই থাকেন। বাবা সর্বদা বাবা-ই থাকেন; সন্তান যতই উচ্চবাচ্য করুক, যতই ঝগড়া-বিবাদ করুক, যতই গুরুতর অবাধ্য হোক। পুরোনো হওয়ার দ্বারা মা-বাবার অধিকার শেষ হয়ে যায় না। মা-বাবার অবাধ্যতা সমুদ্রের পানি দিয়ে ধৌত করলেও যায় না। তাওবার পর মা-বাবার অবাধ্যতার কাফফারা একটিই, তা হল, সদাচার, সদাচার এবং সদাচার। এছাড়া ভিন্ন কিছু নেই।

হে মা-বাবার অবাধ্য সন্তানেরা! দ্রুত, খুব দ্রুত আন্তরিক তওবা করো, সত্যিকার সদাচার করো, মা-বাবার মৃত্যুর মাধ্যমে সময় ফুরোনোর আগেই। মৃত্যুর পর তোমার

ফেলা চোখের অশ্রু তাঁরা দেখবেন না। তাঁদের মৃত দেহ চুম্বন করা, জড়িয়ে ধরা, তাঁদের বিদায়ে তোমাদের দীর্ঘশ্বাসের কিছুই তাঁরা তখন অনুভব করতে পারবেন না। তাঁরা জীবদ্দশায় না দেখলে এসবের কোনোই মূল্য নেই। আল্লাহর শপথ! মা-বাবাকে পেয়ে তাঁদের সেবার মাধ্যমে তোমরা জান্নাতে যেতে না পারলে তোমাদের জন্য বড়ই দুর্ভাগ্য।

এক লোক আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর কাছে এসে বলল, আমি এক লোককে হত্যা করে ফেলেছি। আমার কি তাওবার সুযোগ আছে?

তিনি বললেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন?

সে বলল, নেই।

তিনি বললেন, বেশি বেশি ইস্তেগফার পড়।

লোকটি চলে গেলে আতা ইবনে ইয়াসার রাহ. ইবনে আব্বাস রা.-কে বললেন, আপনি তাকে তার মায়ের কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন?

ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আল্লাহর কাছে মায়ের প্রতি সদাচারের চেয়ে কোনো প্রিয় আমল আছে বলে আমার জানা নেই। -আলআদাবুল মুফরাদ, পৃষ্ঠা ১৫

মনে রাখা প্রয়োজন:

প্রত্যেক ফলেরই বীজ আছে। প্রত্যেক বীজের জন্যই পানির প্রয়োজন হয়। মা-বাবার প্রতি সদাচারও তাই। এর বীজ আছে। এই বীজের জন্যও পানি লাগে। মা-বাবার করণীয় হল, সন্তানের তরবিয়ত ভালোভাবে করা। তাদেরকে নেককার হিসেবে গড়ে তোলা। ফসল তোলার দিন ফল কাটা হয়। ফল কাটার পর স্পষ্ট হয় ফল মিষ্টি না তেতো। যে ভালোভাবে বপন করে ও যতন করে সে ভালো ফসল তোলে। যে ভূমি উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয়, যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়।

মা-বাবাদের মনে রাখতে হবে, মা-বাবার প্রতি সদাচার সুন্দর তরবিয়ত, মমতা, ন্যায় ও অর্থ খরচের মতো ভূমিকার ফলাফল। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করে, সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করতে হবে। যেন মা-বাবার প্রতি সদাচারের বেলায় তারা বরাবর হয়।

মা-বাবার বদদুআ থেকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। সন্তান গুরুতর কোনো অবাধ্যতার শিকার হলেই কেবল মা-বাবা বদদুআ করেন। শৈশবে তাঁরা সন্তানকে কোলে নিয়েছেন, নিজে ক্ষুধার্ত থেকে সন্তানকে আহার করিয়েছেন, প্রচন্ড কান্নায় অশ্রু সংবরণ করেছেন, সন্তান যখন বড় হয়ে গেল, বোধ ও শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেল সে তার অবাধ্যতার তরবারি উন্মুক্ত করল এবং অবজ্ঞার তীর বের করল- এসব ক্ষেত্রেই মা-বাবার মুখ থেকে অপ্রতিরোধ্য বদদুআ আসে। সে ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য, যার জন্য মা-বাবা বদদুআ করেন। তার জন্য ধ্বংস এবং ধ্বংস। মা-বাবার মুখ থেকে তখনই বদদুআ বের হয় যখন সন্তানের অবাধ্যতা মা-বাবার অনুভূতিকে পিষে ফেলে, সন্তানের অকৃতজ্ঞতার তিক্ততায় নীল হয়ে যান। তখনকার ভাঙ্গা মনের কথা জিজ্ঞেস করার মতো না। চরম তিক্ততা সেসব দুআকে তীব্র ও শাণিত করে। অবাক হওয়ার কিছু নেই, এ তো ব্যথিত মনের দুআ। তা কবুল হওয়ার মতই।

উপসংহার:

মানবজীবনের ভ্রমণ শুরু হয়েছে সেই রুহের জগৎ থেকে। হাজার হাজার বছর সেখানে অবস্থানের পর আমরা দুনিয়ায় এসেছি মাতা পিতার কল্যাণে। এরপর আবার এমন এক জগতে প্রবেশ করব,যার কোন অন্ত নেই। পৃথিবী নামক এই মুসাফির খানায় আসা যাওয়া এক চরম বাস্তবতা।এটি এমন একটি জায়গা যেখানে রয়েছে প্রচুর নিয়ামত।এই নিয়ামত গুলোর মধ্যে মাতা পিতা হচ্ছেন সবচেয়ে বড় নিয়ামত।এই নিয়ামতের প্রতি যত্ন, সম্মান,বাধ্যতা ও ভালোবাসা আমাদেরকে এনে দিতে পারে অনাবিল সুখ ও জান্নাতের পয়গাম এবং সুগঠিত করতে পারি আমাদের জীবনকে।মাতা পিতার হকের প্রতি, তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রতিটি সন্তানের অত্যন্ত সচেতন থাকা জরুরী। কুরআন ও হাদিস থেকে তাদের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য গুলো সঠিক ভাবে জানতে হবে, সেভাবেই তাদের সাথে আচরণ করতে হবে।তারা যদি আমাদের কোন আচরণে কষ্ট পেয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন সকল মুসলমানকে এমন সব কাজ করার তৌফিক দান করেন,যা তিনি ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন এবং তিনি যেন তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দেন।

আর সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর।

যে সব গ্রন্থ্ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে:

(১) সন্তান প্রতিপালনে মা বাবার আদর্শ পদ্ধতি, লায়লা বিনতে আব্দুর রহমান।

(২)পিতা - মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মুহাম্মদ আব্দুর রহীম।

(৩) পিতা মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য। প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল - গালিব।মাসিক আত তাহরীক।

(৪)মাতা পিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য। মাসিক পত্রিকা -আল কাউসার

(৫) ম্যাসেজ। মিজানুর রহমান আজহারি।